ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিভিল আপিল এক্তিয়ার

২০২২ সালের ৮৮৪২-৮৮৫৫ নং সিভিল আপীল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারী (এস)

বনাম

দেবব্রত তিওয়ারি ও অন্যান্য ইত্যাদি।

প্রতিবাদী (গন)

রায়

নাগরত্ন, জে.

২০১৮-র ম্যাট ৮৫৯ এবং ২০১৮-র ক্যান ৬১৩৭ সহ একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে কলিকাতা হাইকোর্টের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর রায় এবং অভিন্ন আদেশের বিরুদ্ধে এই আবেদন দাখিল করা হয়েছে।হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ ২০১৮-র ৫ই জুলাই হাইকোর্টের রিট আবেদনকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৬-র রিট পিটিশন নম্বর ২৭৩৯ (ডব্লিউ)-এ একক বেঞ্চ এর প্রদত্ত আদেশ বাতিল করে এবং রানাঘাট ও হাবরা পৌরসভার স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার অধিকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়।হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ সেই প্রকল্পটি চিহ্নিতও করেছে যার ভিত্তিতে আবেদনগুলি বিবেচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বর্ধমান, রানাঘাট ও হাবড়া পুরসভার কর্মচারীদের উত্তরাধিকারী এই রিট পিটিশনার প্রতিবাদীরা সংশ্লিষ্ট পুরসভায় কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া কর্মচারীদের পদগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবীতে বর্তমান আপীলগুলি করেছেন।এই সমস্ত আপীলগুলিতে যে অভিন্ন প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে সেগুলি হল- ওই ব্যক্তিদের সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য বিবেচনা করার অধিকার আছে কিনা এবং রাজ্য সরকারের কোনও প্রকল্প সহানুভূতিশীল

নিয়োগের জন্য তাদের দাবিকে সমর্থন করে কিনা।এছাড়া, যেহেতু সমস্ত প্রতিবাদীগন এর মামলার বক্তব্য একই, তাই শুধুমাত্র বর্ধমান পৌরসভা সম্পর্কিত তথ্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ বলা যেতে পারেঃ

২. ১ বর্ধমান পৌরসভা সম্পর্কে উত্তরদাতা-রিট পিটিশনারদের মামলাটি হল যে, বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত মৃত কর্মচারীদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে, বর্ধমান পৌরসভা তিন সদস্যের একটি কমিটি দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেয়, যার মধ্যে বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান (এখানে ৬ নং উত্তরদাতা) এবং বর্ধমান পৌরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক (এখানে ৭ নং উত্তরদাতা) এবং বর্ধমান বিভাগের স্থানীয় সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর, এইটা নির্ধারণ করতে যে প্রতিবাদীগন সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী কিনা।

২. ২. তদন্ত কমিটি কর্তৃক জমা দেওয়া প্রতিবেদন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা, কর্মচারী (নিয়োগ) বিধি, ২০০৫-এর নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে ২০১৩ সালের ৩০ মে হওয়া একটি সভাতে বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলরদের পর্ষদ উক্ত পৌরসভায় গ্রুপ 'সি' এবং 'ডি' পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ৬২ জন যোগ্য প্রার্থীর একটি তালিকা অনুমোদন করে।ওই তালিকায় প্রতিবাদীগন এর নাম ছিল।

২.৩. বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান ২০১৩-র ১২ জুন তারিখের মেমো-তে, ২০১৩-র ৩০ মে কাউন্সিলরদের পর্ষদের বৈঠকে অনুমোদিত একটি তালিকা, পরিদর্শন/অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সাক্ষ্য সহ, সহানুভুতির ভিত্তিতে নিয়োগের অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির ডিরেক্টরের কাছে (বিবাদী নং ৪) পাঠিয়ে দেন। 'যে সমস্ত ব্যক্তি কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের ওপর নির্ভরশীল' হিসেবে রিট পিটিশনারদের নাম ওই তালিকায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগ এর গ্রুপ 'সি'-র আওতায় চিহ্নিত করা হয়।

২. ৪. ২০১৪ সালের ৭ জুন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান, প্রতিবাদী নং ৫, মেমো বেয়ারিং নম্বর ৫১২/XII-৬-এর অধীনে অনুকম্পার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের প্রস্তাবিত তালিকাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় সংস্থাগুলির ডিরেক্টরের কাছে (এখানে আবেদনকারী) পাঠিয়ে দেন এবং বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলির ডিরেক্টরকে অনুরোধ জানান।

২. ৫ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অধিকর্তা প্রার্থীদের তালিকা পাওয়ার পর কোনও পদক্ষেপ নেননি, তাই দেবব্রত তিওয়ারি (১ নং প্রতিবাদি) ২০১৫ সালের ৩২৪৩ (ডব্লিউ) নম্বর সম্বলিত একটি

রিট পিটিশন কলিকাতা হাইকোর্টে দাখিল করেন।বর্ধমান পৌরসভার সচিব হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেন যে, কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীর অধীনে ১ নং প্রতিবাদী অনুকম্পার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এবং বর্ধমান পৌরসভা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডি অফিসে পাঠিয়েছে।

২. ৬. উক্ত রিট পিটিশনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির ডিরেক্টরকে নির্দেশ দিয়ে ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় যে, উক্ত আদেশ জারির তারিখ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে পৌরসভার চেয়ারম্যানের সুপারিশের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এর এক সপ্তাহের মধ্যে পৌরসভার চেয়ারম্যানকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩. ২. ৭ হাইকোর্টের ২০১৫-র রিট পিটিশন নম্বর ৩২৪৩ (ডব্লিউ)-এর নির্দেশএর ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অধিকর্তা ১৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশ জারি করেন, যেখানে বলা হয় যে, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ না করলে, শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থাগুলিতে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করার কোনও অধিকার স্থানীয় সংস্থাগুলির অধিকর্তার নেই।

তাই, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অধিকর্তা লক্ষ্য করেছেন যে, রাজ্য সরকার সহানুভূতির ভিত্তিতে শহরাঞ্চলীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির কর্মীদের নিয়োগের জন্য এই ধরনের নীতি গ্রহণ করলে, ১ নম্বর প্রতিবাদীর আবেদনটি বিবেচনা করা হবে।

প্রতিবাদী নং ১ ২০১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় সংস্থা অধিদপ্তরের নির্দেশে ক্ষুব্ধ হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ২০১৬ সালের ২৭৩৩ (ডব্লিউ) নং একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন।

২০১৬-র রিট পিটিশন নং ২৭৩৩ (ডব্লিউ)-এর মতো একই কারণে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারপতি ২০১৮-র ৫ই জুলাই এক কমন জাজমেন্ট অ্যান্ড অর্ডারের মাধ্যমে এই মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করেন।২০১৬-র রিট পিটিশন নং ২৭৩৯ (ডব্লিউ)-এ এই অভিন্ন আদেশটি জারি করা হয়।২০১৭-র গোবিন্দ হাজরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, ডব্লিউ পি নম্বর ১৩১৪৭ (ডব্লিউ)-এর মামলার রায়ের এবংপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ একক বিচারক এই রিট পিটিশনগুলি খারিজ করে দেন যেখানে যুক্তি ছিল যে এরকম

কোনও প্রকল্প আছেয় নাকি যেখানে পৌরসভার কর্মী দের সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা যায় এবং এর উত্তর ছিল যে এরম কোনও প্রকল্প নেই।

তাই হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে পৌর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য অনুমোদিত প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে রিট পিটিশনারদের (এখানে প্রতিবাদি) কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না।

২০১৮-র ৫ই জুলাই এক বিচারপতির নির্দেশে ক্ষুব্ধ হয়ে রিট পিটিশনাররা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চে একগুচ্ছ আবেদন পেশ করেন।২০১৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর দেবব্রত তিওয়ারি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মামলায় ২০১৮-র ৬১৩৭ নম্বর ক্যান-এর সঙ্গে ২০১৮-র ৮৫৯ নম্বর ম্যাট-এর এক সাধারণ রায়ে এই আবেদনগুলি গ্রহণ এবং হয়।রানাঘাট ও হাবড়া পুরসভায় স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার নির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবেদনকারীদের আবেদনে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের আবেদন বিবেচনা করতে এই রায় মতাবেক। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ এই প্রকল্পটি চিহ্নিত করেছে যার আলোকে এবং আবেদনগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই আবেদন জানানো হয়েছে।

২০১৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের সাধারণ রায় সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি এখানে উল্লেখ করা হলঃ

১. হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ সরকারের পক্ষ থেকে যে যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়েছিল তা খারিজ করে দেয় যে আবেদনটি দাখিল করার সময় এবং বিবাদী-রিট পিটিশনাররা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সময়ের মধ্যে অযথা বিলম্ব হয়েছে।

রিট পিটিশনাররা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে বিলম্ব করেননি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আবেদনগুলি বিবেচনা করতে এবং তাদের নিজ নিজ নাম সুপারিশ করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল।স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অধিকর্তা সুপারিশগুলির অনুমোদন ছাড়াই বিষয়টিকে অমীমাংসিত রেখেছিলেন, ফলস্বরূপ, একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যা স্থানীয় সংস্থাগুলির অধিকর্তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনগুলি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অধিকর্তা ২০১৫-র ১৬ অক্টোবর বর্ধমান পুরসভার বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন।সুতরাং, আবেদনগুলি

প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রায় দশ বছর সময় ব্যয় করা হয়েছিল এবং এই ধরনের বিলম্বের জন্য বিবাদী-রিট পিটিশনারদের দায়ী করা যায় না।

মিউনিসিপ্যালিটির কোনও কর্মচারীকে রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং তাই রাজ্য সরকারের কোনও কর্মচারীকে পাওয়া প্রকল্পটি মিউনিসিপ্যালিটির কোনও কর্মচারীর মৃত্যু র পর নির্ভরশীলদের জন্য প্রসারিত করা যাবে না।সুতরাং, বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭-Emp. ১৪২-Emp. ৩০-Emp. similese এবং ২৫১-Emp. দ্বারা প্রণীত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রতিবাদীগন সহানুভূতিশীল নিয়োগের সুবিধা দাবি করার অধিকারী ছিলেন না, যা বিশেষভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কোনও প্রকল্প রয়েছে কি না, তা নিয়ে বিভাগীয় বেঞ্চ একক বিচারপতির সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নতা দেখিয়েছে।সার্কুলার নং ৩০১-এমপি, ৩০২-এমপি এবং ৩০৩ এমপি-র যৌথ পাঠে দেখা গেছে যে, পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য উপরোক্ত সার্কুলারগুলি নির্দিষ্ট স্কিম ছিল।এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৪)য়(এরপর এটি ১৯৯৯ এর আইন বলেয় উল্লেখ করা হবে)-এর আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য।মিউনিসিপ্যালিটির মতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, এবং প্রত্যাহার করা হয়নি বা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়নি।

iv. যদিও সার্কুলার নং ১৪২-ই-তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ৯৭-ই-ই কেবল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পৌরসভাগুলিকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলি দ্বারা এমন কোনও প্রকল্প তৈরি করা হয়নি।

১৪২ নম্বর সার্কুলার থেকে এটা স্পষ্ট যে, সার্কুলার নং ৩০১-Emp, ৩০২-Emp. এবং ৩০৩-Emp.-এর অধীনে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য যে স্কিম রয়েছে তা প্রত্যাহার করা হয় না এবং পরবর্তী কোনও স্কিম বা বর্তমান স্কিম নির্দিষ্ট প্রত্যাহার না করা হলে, এই স্কিম থাকবে এবং এই স্কিম-এর অধীনে প্রতিবাদীগন দ্বারা সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।

বিকল্প প্রকল্পর অনুপস্থিতিতে সার্কুলার নম্বর ৩০১-এমপি, ৩০২-এমপি এবং ৩০৩ এমপি প্রত্যাহার করা হয়নি তাই তারা প্রযোজ্য থাকবে। সুতরাং, পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের বিষয়টি সার্কুলার নং ৩০১-এমপি, ৩০২-এমপি এবং ৩০৩-এমপি-র অধীনে প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত হবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ এক বিচারপতির নির্দেশ বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ধমান বিভাগের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্দেশককে নির্দেশ দেয় যে, ২০১৩-র ১২ জুন বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান যে আবেদনটি করেছিলেন যে সুপারিশ করা নাম গুলোর সহানুভূতিশীল নিয়োগ যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়।

এছাড়াও, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্দেশককে এই ধরনের নাম সুপারিশ করার সময় নথিগুলির যথাযথ পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা এবং বর্ধমান পৌরসভার আধিকারিকরা বিজ্ঞপ্তি নং ৩০১-Emp, ৩০২-Emp. এবং ৩০৩-Emp.-তে উল্লিখিত প্রকল্পটি যথাযথভাবে মেনে চলেছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশ এবং উত্তরদাতাদের সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের যোগ্যতা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আবেদন দাখিল করেছে।

৩. আমরা শ্রী রাকেশ দ্বিবেদী, প্রবীণ কৌঁসুলি ও বিজ্ঞ কৌঁসুলি, শ্রীমতি মধুমিতা ভট্টাচার্যকে পশ্চিমবঙ্গের আবেদনকারী-রাজ্যের পক্ষে এবং বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী ইন্দ্রদীপ পালকে উত্তরদাতা-রিট পিটিশনারদের পক্ষে উপস্থিত হতে শুনেছি এবং নথিভুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করেছি।

উপস্তাপনা

৪. শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী বলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের রিপোর্ট আইন ও তথ্যের ভুল উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

৪. ১.আরও জানানো হয়েছে যে, এত বিলম্বিত পর্যায়ে নির্দেশ দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য নেই যে, বিবাদী-রিট পিটিশনারদের সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা উচিত।

সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতির পেছনে যুক্তি হল, কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া কোনও সরকারি কর্মচারীর নির্ভরশীলদের অবিলম্বে সহায়তা প্রদান করা।এই লক্ষ্যে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা অক্ষমতার ফলে যে আকস্মিক আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে তার উত্তরণ ঘটানোর জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।যদি সেই উদ্দেশ্য পূরণ না হয়, তা হলে আদালত হয়তো সেই একই অনুকম্পা নিয়োগের নির্দেশ দিতে পারে না।এই মামলা তে, বিবাদী-রিট পিটিশনাররা সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য যে আবেদনগুলি করেছিলেন তা ২০০৫-২০০৬ সালের সাথে সম্পর্কিত।সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনের ১৭-১৮ বছর পর এখন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে, তা সহানুভূতিশীল নিয়োগের একটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে আরও জোরদার করবে না।

৪. ২.হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম শশী কুমার, (২০১৯) ৩ এসসিসি ৬৫৩ (শশী কুমার) মামলায় এই আদালতের রায়ের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানো হয় যে, যেখানে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদন করা এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশন দাখিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে, সেখানে সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনটি বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া নাও হতে পারে।

৪. ৩.পরবর্তীতে এটি দাবি করা হয়েছিল যে সার্কুলার নং ১৪২-Emp স্পষ্ট করেছে যে ৯৭ -Emp শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পৌরসভাগুলিকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর অর্থ হল যে রাজ্য সরকারের নীতির বিষয় হিসাবে, এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে সরকারী উদ্যোগ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের উত্তরাধিকারীদের অনুকম্পামূলক নিয়োগ দেওয়া কার্যকর নয়।সার্কুলার নাম্বার ১৪২ এমপি-র আওতায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পৌরসভাগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কোনও প্রকল্প নেই।সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজস্ব নীতি প্রণয়ন করতে হবে।অর্থাৎ, পৌর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কোনও অনুমোদিত প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে হাইকোর্ট কোনও ছাড় মঞ্জুর করতে পারত না।

৪.৪. এটা অনুরোধ করা হয়েছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগ অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করা যাবে না এবং মৃত ব্যাক্তির ওপর নির্ভরশীলদের বাধ্যতামূলক আর্থিক পরিস্থিতি (যদি থাকে) বিবেচনা করে এই দাবি অবশ্যই

বিবেচনা করতে হবে।তাই, ২০০৫-০৬ সালে, যে দাবি করা হয়েছিল, ২০২৩ সালে তা গ্রহণ করে কোনও লাভ হবে না।উল্লিখিত দাখিলগুলির সাথে, আপিলকারী-রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে বর্তমান আপিলগুলি মঞ্জুর করা হোক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের অপ্রীতিকর রায় বাতিল করা হোক।

৫. এর বিপরীতে, উত্তরদাতা-রিট পিটিশনারদের বিজ্ঞ কৌঁসুলি দাখিল করেন যে, এই মামলার তথ্য এবং এই বিষয়ে আইন সম্পর্কে অনভিপ্রেত উপলব্ধির ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

৫. ১.আরও জানানো হয়েছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য যে কোনও প্রকল্প পৌরসভা সহ যে কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং, আবেদনকারী রাজ্য যুক্তি দেখাতে পারে না যে পৌরসভার কর্মচারীদের জন্য পৃথক কোনও সহানুভূতিশীল নিয়োগ প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে পৌরসভার কর্মচারীরা সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না।

৫. ২.বিজ্ঞপ্তি নং ৩০১-এ 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণী' হিসেবে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে উক্ত 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণী'তে সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে।

(ক) কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হচ্ছে এমন কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল.

(খ) অক্ষম অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল।(গ) জমি হারানো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা।(ঘ) প্রাক্তন আদমশুমারি কর্মচারী.

(ঙ) ডিসচার্জ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি.

এছাড়াও, ৩০২-ইএমপি নম্বর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ৩০ শতাংশ শূন্যপদ 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণী'র জন্য সংরক্ষিত রেখেছে।পরবর্তীকালে, আবেদনকারী রাজ্য ১৯৯৯ সালের আইনের ৩ (সি) ২০০৫ সালের ৬ই জুন ৯৭-ই নং সার্কুলার জারি করে। পরবর্তীকালে, 6ই জুন, 2005 তারিখে আবেদনকারী রাজ্য দ্বারা ১৯৯৯ আইনের ধারা ৩ (সি) ধারার আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি সার্কুলার নং ৯৭ -ইএমপি জারি করা হয়েছিল, যাতে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীতে' সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা হয়।

তবে, ২০০৭-এর পয়লা নভেম্বরের ১৪২ নম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, ৯৭ নম্বর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য।এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য নীতি-নির্দেশিকাগুলিকে বিবেচনায় রেখে তাদের নিজস্ব নীতি প্রণয়ন করতে হবে।পৌর কর্মচারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত নীতিমালার অভাবে ৩০১-Emp, ৩০২-Emp এবং ৩০৩-Emp বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগ প্রদান করা যেত।

৫. ৩.এটি দাবি করা হয়েছিল যে যেহেতু বিবাদী-রিট পিটিশনারদের আবেদনের উপর কাজ করতে বিলম্ব কেবল আবেদনকারীর কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যায়, তাই এই বিলম্বের কারণে বিবাদীদের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয়।বিবাদী-রিট পিটিশনাররা কর্তৃপক্ষের কাছে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের কাছেও বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে কাজ করেছেন।

উপরোক্ত উপস্থাপনাগুলির সাথে, বিবাদী-রিট পিটিশনারদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে বর্তমান আপিল মেধার অভাবে বাতিল করা হোক এবং আপিল করা রায় নিশ্চিত করা হোক।

বিবেচনার বিষয়গুলি:

৬. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হবেঃ

কলিকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ কি বিবাদী -রিট আবেদনকারিদের আবেদনের অনুমতি দিয়ে এবং সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য তাদের দাবি আপিলকারিকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে?

২।কি আদেশ?

৬. ১.এই আবেদনগুলি মূলত এই প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এমন কোনও প্রকল্প রয়েছে কি না, যেখানে কর্মরত পৌর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর বিনিময়ে সহানুভূতিশীল নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।যদি উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয়, এবং হলে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদনগুলি পূরণের কয়েক বছর পর জারি করা কোনও নির্দেশিকা সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতি/প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতিঃযুক্তিঃ

৭. মৃত্যুর মাহাত্ম্য এবং এটি একটি মহান সাম্য বজায়কারী যা যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ করে না।জন্মের কোনও না কোনও সময়ে মৃত্যু প্রতিটি জীবের জন্য অনিবার্য।সুতরাং, মৃত্যু নিশ্চিত হলেও, এর সময় অনিশ্চিত।এছাড়াও, একজন মৃত কর্মচারী সবসময় মূল্যবান সম্পদ রেখে যান না, কখনও কখনও তিনি তার পরিবারের নিকটতম সদস্যদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য দারিদ্র্য রেখে যেতে পারেন।সুতরাং, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর অর্থ যাতে তার পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক মৃত্যু না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কী করা উচিত?

এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এই ধরনের পরিবারকে অবিলম্বে সহায়তা প্রদানের একটি উদাহরণ হিসাবে তাঁর পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যের সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের জন্য প্রকল্প ও নিয়মাবলীর জন্ম দিয়েছে।ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ খন্ড অর্থাৎ, রাজ্য নীতির নির্দেশক নীতির ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের সংস্থান থেকে এই ধরনের একটি ব্যবস্থার জন্য সমর্থন পাওয়া গেছে।

৭. ১.এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি, সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের নীতি বা পরিকল্পনার পিছনে যুক্তি এবং সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের দাবি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি নির্দেশ করা উচিত সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) সুষমা গোসাই বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮৯) ৪ এসসিসি ৪৬৮ মামলায় এই আদালত বলেছে যে, সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সমস্ত দাবির ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।সহানুভুতির ভিত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্য হ'ল – পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট কষ্ট লাঘব করা।অতএব, এই ধরনের নিয়োগের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে যাতে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারটিকে উদ্ধার করা যায়।

২।উমেশ কুমার নাগপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯৪) ৪ এসসিসি ১৩৮ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সহানুভূতিশীল কর্মসংস্থান প্রদানের উদ্দেশ্য হল মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবারের একজনকে লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আকস্মিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা।

যদি কোন কর্মীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন মৃত্যু তাঁর পরিবারকে জীবিকার এই ধরনের উৎস থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, তা হলে সরকার বা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে মৃত ব্যক্তির পরিবারের আর্থিক অবস্থা

পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই সন্তুষ্ট হতে হবে যে, নিয়োগের শর্ত হবে যদি পরিবারটির সঙ্কটকাল এর সম্মুখীন হবার সাধ্য না থাকে, তবে পরিবারের যোগ্য সদস্যকে চাকরির প্রস্তাব দিতে হবে একটি পরিকল্পনা বা নীতির ব্যবস্থার মাধ্যমে।এই মামলায় আদালত আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর যে কোনও সময় সহানুভূতিশীল নিয়োগ কোনও কায়েমী অধিকার নয়।একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পরিবারটি যে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে এবং সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পরে সহানুভূতিশীল কর্মসংস্থানের দাবি করা যাবে না।

৩.হরিয়ানা রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম হাকিম সিং, (১৯৯৭) ৮ এসসিসি ৮৫, (হাকিম সিং) মামলায় এই আদালত নির্ভরশীলদের দ্বারা সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের দাবি যেভাবে করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।এই আদালত সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যের অকাল প্রয়াণের ফলে যে আকস্মিক আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতিশীল নিয়োগের উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তাই, এই আদালত বলেছে যে, সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর সহানুভূতির ভিত্তিতে দাবীদারদের নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।এই ধরনের নির্দেশনা, সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবির সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করার সমরূপ হবে যেন তা পরম্পরার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের বিষয়।

৪. এই আদালত হরিয়ানা রাজ্য বনাম অঙ্কুর গুপ্তা, AIR ২০০৩ SC ৩৭৯৭-এ রায় দিয়েছিল যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবিকে যুক্তিসঙ্গত এবং অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করার জন্য, এটি অবশ্যই দেখাতে হবে যে, রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত কর্মরত কর্মচারীর মৃত্যুর ফলে মৃতের পরিবারে হঠাৎ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।আরও দেখা গেছে যে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের দাবি অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করা যায় না এবং মৃত কর্মচারীর দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার প্রকৃতি নির্বিশেষে সমস্ত ধরণের পদে তা পাওয়া যায় না।

৫. জগদীশ প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য সরকার, (১৯৯৬) ১ SCC ৩০১ মামলায় দেখা গিয়েছে এই আদালতের একটি ধারাবাহিক কর্তৃত্বের নীতি রয়েছে যে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগটি কেবলমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুর কারণে পরিবারটি যে তাৎক্ষণিক অপ্রত্যাশিত দুর্দশার মুখোমুখি হয় তা মোকাবেলা করার জন্য দেওয়া হয়।২০০৭ সালে আই জি (কর্মিক) বনাম প্রহ্লাদ মণি ত্রিপাঠি, ৬ SCC-তে দেখা যায়, যখন কোনও নিয়োগ করা হয়

সহানুভূতির ভিত্তিতে, তখন তা কেবল সেই উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যা এটি অর্জন করতে চায়, এই ধারণাটি অন্তহীন সহানুভূতির ব্যবস্থা করে না।

১৬২. একই ধারায় মমতাজ ইউনুস মুলানি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৮) ১১ SCC ৩৮৪ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তও রয়েছে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ কর্মসংস্থানের উৎস নয়, বরং এটি মৃত ব্যক্তির পরিবারকে হঠাৎ আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করার একটি উপায়।

৬।জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম সাজ্জাদ আহমেদ মীর, AIR ২০০৬ SC ২৭৪৩ মামলায় এই আদালতের সামনে তথ্য ছিল যে, সরকারি কর্মচারী (আবেদনকারীর পিতা) ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে মারা যান।আবেদনকারী সাড়ে চার বছর পর ১৯৯১ এর সেপ্টেম্বর মাসে এই আবেদন করেন, যা ১৯৯৬ এর মার্চ মাসে খারিজ হয়ে যায়।১৯৯৯ সালের জুন মাসে রিট আবেদন দাখিল করা হয়, যা ২০০০ সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞ একক বিচারক খারিজ করে দেন।বিভাগীয় বেঞ্চ যখন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবেদনকারীর পিতার মৃত্যুর তারিখ থেকে পনের বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।এই আদালত মন্তব্য করে যে উক্ত তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক এবং উপাদান হিসাবে ছিল কারণ এগুলি প্রমাণ করবে যে কর্মচারীর মৃত্যু সত্ত্বেও পরিবারটি বেঁচে ছিল।তাই, এই আদালত রায় দিয়েছিল যে, সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সহানুভূতিশীল নিয়োগের বিষয়টি সহানুভূতিশীল নিয়োগের কোনও প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।

৭।শশী কুমারের মামলায় বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়(তৎকালীন বিচারপতি) বলেন, সহানুভূতিশীল নিয়োগ সাধারন নিয়মের একটি ব্যতিক্রম যেখানে সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে রাজ্যের যে কোনও সরকারি পদে নিয়োগ করা যেতে পারে।এই নীতির ভিত্তি হ'ল – যে কোনও মৃত কর্মীর চাকরিতে থাকাকালীন অসময়ে মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।এইটি প্রয়োজনীয়তার অব্যবহিত অবস্থা যাতে রাজ্যের সহানুভূতিশীল নিয়োগের সুবিধা মঞ্জুর করা সম্ভব হবে।এই আদালতের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

"৪১. যতদূর পর্যন্ত প্রতিবাদী সম্পর্কিত পৃথক তথ্য রয়েছে, রেকর্ড থেকে জানা গেছে যে হাইকোর্টের সামনে রিট আবেদন ২০১৫ সালের ১১ মে শুরু করা হয়েছিল।৮ মে, ২০০৭ তারিখে সহানুভুতিশীল নিয়োগের আবেদনপত্র দাখিল করা হয়।২০০৮-এর ১৫ জানুয়ারি অতিরিক্ত সচিব পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থকে পরিবারের

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে আবেদন পেশ করার জন্য প্রতিবাদী সাত বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করেছিলেন।উমেশ কুমার নাগপাল (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত এই মর্মে জোর দিয়েছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের একটি প্রকল্প মৃত কর্মচারীর পরিবারকে অবিলম্বে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রয়োজন।এই তাৎপর্য বোধটি স্পষ্টতই নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সহানুভূতিশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে হারিয়ে যায়।

৭. ২.এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে নিম্নলিখিত নীতিগুলি উঠে এসেছেঃ

১। সহানুভূতিশীল নিয়োগের যে সংস্থান রয়েছে, তা নিয়োগের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোনও পদে নিয়োগের সাধারণ সংস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।যেহেতু এই ধরনের একটি বিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করেই নিয়োগের সুযোগ করে দেয়, তাই এটি সাধারণ বিধানের একটি ব্যতিক্রম এবং শুধুমাত্র উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য অর্থাৎ আকস্মিক আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সক্ষম করার জন্য এটি অবলম্বন করতে হবে।

২। সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ কোনও কর্মসংস্থানের উৎস নয়।রাজ্য বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি এই ধরনের কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য হ'ল – মৃত ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা যাতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন।এটি কেবল মৃতের পরিবারকে আকস্মিক আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করে।

৩। সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগ কোনও কায়েমী অধিকার নয়, যা ভবিষ্যতে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে।একটি সময়কাল এবং সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পর কোনও রকম সহানুভূতিশীল কর্মসংস্থানের দাবি করা যাবে না।

৪। সংকটে থাকা পরিবারটিকে উদ্ধার করার জন্য অবিলম্বে এই সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।এই ধরণের মামলাকে বছরের পর বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা অনুচিত।

৫। পরিবার আর্থিক সংকটে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের সময় পরিবারের আয়, তার দায়বদ্ধতা, পরিবারের দ্বারা প্রাপ্ত প্রান্তিক সুবিধা, তার সদস্যদের বয়স, নির্ভরতা এবং বৈবাহিক অবস্থা এবং অন্য কোনও উৎস থেকে আয় সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

৭. ৩.সহানুভুতিশীল নিয়োগ মঞ্জুরের উদ্দেশ্য হ'ল – মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের জীবিকা নির্বাহের কোনও উপায় না থাকায় এবং তাঁর মৃত্যুর ফলে যে আকস্মিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ করা। খাঁটি মানবিক বিবেচনার ভিত্তিতে এবং এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা না হলে, পরিবারটি উভয় চাহিদা মেটানোর মতো অবস্থায় থাকবে না, মৃত ব্যক্তির একজন যোগ্য নির্ভরশীলকে লাভজনক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এইরূপ একটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে, ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার পর মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগ দেওয়া কোনও কাজে আসবে না।সুতরাং, সহানুভূতিশীল নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তাৎক্ষণিক মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ এটি করতে ব্যর্থ হলে, সমবেদনার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটি হতাশার কারন হয়ে পড়বে।যে ক্ষেত্রে মৃত কর্মীর মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে সহানুভূতিশীল নিয়োগের তাৎক্ষণিক আবেদনের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না এবং এর ফলে এর তাৎপর্য হারাবে এবং এটি একটি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি হবে যা কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হবে যে এটি সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য একটি মামলা কিনা তা নির্ধারণ করা।

৭. ৪.ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য দাবি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ 'ল মৃত কর্মচারীর পরিবারের একজন নির্ভরশীল ব্যক্তি সহানুভূতির ভিত্তিতে নিযুক্ত না হলে তার পরিবার দুই প্রান্তের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না।মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থাই হল প্রাথমিক বিবেচনার বিষয়, যা এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করবে।

৭. ৫.উপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিবেচনা করে, প্রথমত, বেশ কয়েক বছর বিলম্বের পরে সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা সে সম্পর্কে, আমরা মনে করি যে, একটি ক্ষেত্রে, দীর্ঘমেয়াদী বিলম্বের কারণে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবি বা এই জাতীয় দাবি নির্ধারণে কর্তৃপক্ষগুলির পক্ষে আবেদনটির তাৎক্ষণিকতাৎ হ্রাস পায় এবং হারিয়ে যায়।এমনকি, সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর থেকে মৃতের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে আদালত বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে এই তথ্য দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যে, এত দীর্ঘ বিলম্বের সময় ধরে, সম্ভবত অন্য কোনও উৎস থেকে লাভজনক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মৃতের পরিবার নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

হাকিম সিং-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন উল্লেখ করেছে, এই ধরনের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য দাবির সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হবে যেন এটি পরম্পরার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের বিষয় যা সংবিধানের বিরুদ্ধ। যেহেতু সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগ কোনও কায়েমী অধিকার নয় এবং এটি মৃত সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর ফলে তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং দুর্দশার সাথে সম্পর্কিত, তাই সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের দাবি বিবেচনা করা যাবে না।

৮. লিন্ডসে পেট্রোলিয়াম কোম্পানি বনাম প্রসপার আর্মস্ট্রং, (১৮৭৪) ৩ PC ২২১ মামলায় স্যার বার্নস পিকক ব্যাখ্যা করেছিলেন, একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ত্রাণ পাওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের ইক্যুইটি কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার মাধ্যমে একটি নিন্দনীয় আচরণ করেছিলেন যা তাকে এইরূপ ত্রান মঞ্জুরি লাভের ক্ষেত্রে স্বত্বচ্যুত করে।

"এখন 'কোর্ট অফ ইক্যুইটি'তে 'উপেক্ষা'-এর মতবাদ একতরফা বা প্রযুক্তিগত মতবাদ নয়।যেখানে প্রতিকার প্রদান করা বাস্তবিক পক্ষে অন্যায় হবে, কারণ হয় কোন পক্ষ তাঁর আচরণের মাধ্যমে এমন কিছু করেছে যা ন্যায্য ক্ষমা করার সমতুল্য বলে বিবেচিত হতে পারে, অথবা যেখানে তার আচরণ এবং অবহেলার মাধ্যমে তিনি সেই প্রতিকার ত্যাগ না করলেও, অন্য পক্ষকে এমন একটি পরিস্থিতিতে ফেলেছেন, যেখানে পরে যদি প্রতিকার দাবি করা হয় তবে তাকে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না, এই উভয় ক্ষেত্রেই সময়ের অবসান এবং বিলম্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে, যদি ত্রাণের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি, যা অন্যথায় ন্যায্য হতে পারে, তা যদি কেবল বিলম্বের উপর ভিত্তি করে হয়, তবে অবশ্যই বিলম্বের কোনও আইন বা সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধা দেওয়া হয় না, তবে সেই বিবাদের বৈধতা অবশ্যই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে বিচার করা উচিত।

দুটি পরিস্থিতি, এ জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ, বিলম্বের দৈর্ঘ্য এবং বিরতির সময় করা কাজগুলির প্রকৃতি, যা উভয় পক্ষকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এক বা অন্য পথে ন্যায়বিচারের ভারসাম্য বা অবিচারের কারণ হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রতিকারের সাথে সম্পর্কিত।

ইংল্যান্ডের ইক্যুইটি কোর্ট কর্তৃক কোন পক্ষকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ত্রাণ মঞ্জুরি প্রদানকারী উপরোক্ত মতবাদটি আমাদের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট কর্তৃক কোনও ব্যক্তিকে ত্রাণ মঞ্জুরির অনুমোদন বাতিল করতে পারে কিনা,এই মামলাটি মুন মিলস লিমিটেড বনাম এম. আর. মেহের, প্রেসিডেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট, বোম্বে, AIR ১৯৬৭ সুপ্রিম কোর্ট ১৪৫০ মামলায় এই আদালতের

সাংবিধানিক বেঞ্চের বিবেচনার জন্য আনা হয়েছিল।উক্ত মামলায় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিচক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য কোনও পক্ষকে অযোগ্য ঘোষণা করার নীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

মধ্য প্রদেশ রাজ্য বনাম নন্দলাল জয়সওয়াল (১৯৮৬) ৪ SCC ৫৬৬ মামলায় এই আদালত নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলিতে প্রকাশিত নীতিটি পুনরায় উল্লেখ করেছেঃ

৯.....হাই কোর্ট তাঁর বিচক্ষণতা প্রয়োগে মন্থরতা ও অলসতা বা মৌন সম্মতি থাকা ও নিশ্চেষ্ট থাকাকে সাধারনভাবে সহায়তা করে না।যদি আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অযৌক্তিক বিলম্ব হয় এবং এই ধরনের বিলম্ব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা না হয়, তা হলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে এবং তার রিট এক্তিয়ার প্রয়োগে ত্রাণ দিতে অস্বীকার করতে পারে।উল্লেখ করা যেতে পারে, এই নিয়মটি বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।হাইকোর্ট সাধারণত অসাধারন প্রতিকারের ক্ষেত্রে বিলম্বিত আশ্রয় এর সুযোগ দেয় না, কারণ এর ফলে বিভ্রান্তি ও জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে এই শ্রেণীতে নতুন অবিচার সৃষ্টি হতে পারে এবং অযৌক্তিক বিলম্বের পর যদি রিট এক্তিয়ার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এর ফলে কেবল তৃতীয় পক্ষের ক্লেশ ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে না, এর ফলে তৃতীয় পক্ষের প্রতি অবিচারও ঘটবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রিট আবেদন কে যখন আনা হয় , সে ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিলম্ব এবং তৃতীয় পক্ষের অধিকার সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা উচ্চ আদালতকে বাধ্য করে এই ধরনের এক্তিয়ার প্রয়োগ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ।

সাধারনভাবে সংবিধানের ২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় রিট পিটিশন দাখিলের ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি বলে আমরা মনে করি, কিন্তু জগদীশ লাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (১৯৯৭) ৬ এসসিসি ৫৩৮ এবং এনডিএমসি বনাম পান সিং, (২০০৭) ৯ এসসিসি ২৭৮-এর মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা উচিত এইরুপ বলা হয়েছে।

৯. শুধু তাই নয়, বিবাদী-রিট পিটিশনাররা ২০০৫-২০০৬ সালে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কারণে, এটি বলা যাবে না যে তারা বিষয়টি অধ্যবসায়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাদের অধিকার নিয়ে ঘুমিয়ে থাকেনি।এই প্রসঙ্গে, অনুরুপভাবে উত্তরাঞ্চল রাজ্য বনাম শিবচরণ সিং ভান্ডারি (২০১৩)

১২ এসসিসি ১৭৯ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

১৯. উপরোক্ত কর্তৃপক্ষগুলির কাছ থেকে এটা স্ফটিকের মতো স্পষ্ট যে, যদি আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কোনও পুরানো দাবি বা মৃত অভিযোগ সম্পর্কিত উপস্থাপনাগুলি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেয় তবে এটি মামলার নতুন কোনও কারণ দেয় না। কার্‌ণর্যকারিতার মৃত কারণ কখনই ফিনিক্সের মতো জেগে উঠতে পারে না।একইভাবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নিছক প্রতিনিধিত্বমূলক বক্তব্য পেশ করলেই সময় নষ্ট হয় না।(আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে) ১০. বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে উক্ত অনুপাত প্রয়োগ করে, আমরা মনে করি যে, ২০০৬-২০০৫ সালে আবেদনকারী-রিট পিটিশনাররা তাদের আবেদন জমা দেওয়ার পর ২০১৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ দশ বছরের জন্য, এই বিষয়টি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর কিছুই করেনি।

আবেদনকারীদের আবেদনগুলি নিষ্পত্তিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষের ধীরগতির মনোভাব সত্ত্বেও, উত্তরদাতা-রিট পিটিশনাররা রাজ্যের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশপত্রের প্রকৃতির একটি রিট চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে বিলম্ব করেছিলেন।প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে এত দীর্ঘ বিলম্ব, এমনকি বিবাদী-রিট পিটিশনারদের আচরণের দ্বারা একটি প্রতিকারের মকুব হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।এই বিলম্বের ফলে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের আওতায় বিবাদী-রিট পিটিশনাররা স্বচ্ছতা থেকে বঞ্চিত হবেন।এছাড়া, প্রতিবাদীগন, ২০১৫-র ১৭ই মার্চ হাইকোর্টের যে নির্দেশে কিছু কিছু উত্তরদাতার দায়ের করা রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্দেশককে নির্দেশ দেপ্রতিবাদীগনয়া হয়েছিল যে, বিবাদী-রিট পিটিশনারদের নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেটিকে মামলা দায়েরের কারণ পুনরুজ্জীবিত করার প্রভাব বলে বিবেচনা করা যাবে না।

এই মুহূর্তে মালয় নন্দ সেঠী বনাম ওড়িশা রাজ্য, এআইআর ২০২২ এসসি ২৮৩৬ মামলায় এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যেভাবে কর্তৃপক্ষকে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের আবেদনগুলি বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ

সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্য, যেমন, চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারীর অকালমৃত্যুতে একজন মৃত কর্মচারীর পরিবারকে আর্থিক সংকটের অবস্থায় যেতে পারে এবং ভিত্তি বা নীতি হল মৃত ব্যক্তির অকাল মৃত্যুর

ফলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তাৎক্ষণিকতা, কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রচলিত নীতি অনুসারে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য এই জাতীয় আবেদনগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দ্রুততার সাথে, কিন্তু এই ধরনের সম্পূর্ণ আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাসের বেশি নয়।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদনগুলি সময়মতো নিষ্পত্তি করা হয় না এবং বছরের পর বছর ধরে বকেয়া পড়ে থাকে।এর ফলে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের তাদের আবেদনগুলি বিবেচনা করার জন্য ম্যান্ড্যামাসের রিট চেয়ে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে যেতে হয়।এই ধরনের নির্দেশ জারি করার পরেও আবেদনগুলি খারিজ করার জন্য অযৌক্তিক বা বিরক্তিকর কারণ দেখানো হয়।পুনরায়, আবেদনকারীদের হাইকোর্টের সামনে প্রত্যাখ্যানের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে যার ফলে মামলা-ঝুলে থাকে এবং সময় অতিবাহিত হয়, যার ফলে কর্রমত অবস্থায় মৃত কর্ব্রমচারীর পরিবারকে দুর্ভোগে এবং আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়।এছাড়াও, কর্তৃপক্ষের ভালো-করে-জানা কারণগুলির জন্য এবং অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায়, সহানুভূতিমূলক নিয়োগের জন্য করা আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়।বেশ কয়েক বছর পর, অথবা এই মুহূর্তের মত বিবেচনা করা হয় না

আমরা আমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি সেভাবেই নির্দেশ দিতে বাধ্য।

প্রাসঙ্গিক নীতি বা নিয়মাবলীর আওতায় সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি অর্জন করতে হয়, তবে এটি ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয় যে এই জাতীয় আবেদনগুলি সময়মতো বিবেচনা করা উচিত এবং বিলম্বিত উপায়ে নয়।আমরা এমন ঘটনা দেখেছি যেখানে প্রায় দুই দশক ধরে সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনের বিষয়ে বিতর্কের সমাধান হয়নি।এর ফলে চাকরিতে থাকাকালীন কর্মচারীর মৃত্যুতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতির হতাশা দেখা দেয়।তাই, আমরা নির্দেশ দিয়েছি, এই ধরনের আবেদনগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব বিবেচনা করতে হবে।বিষয়টিকে অবশ্যই সুষ্ঠু, যুক্তিসঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

এই আবেদনটি অযৌক্তিক এবং মামলার বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কারণে বাতিল করা যাবে না।কেবল মাত্র তখনই সমবেদনার ভিত্তিতে নিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে।

(আমাদের দ্বারা জোর)

উক্ত ক্ষেত্রে, আবেদনকারী-আবেদনকারীর সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের দাবি এই আদালত দ্বারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।এই আদালত উল্লেখ করেছে যে উক্ত ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বিষয়টি অধ্যবসায়ের সাথে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি ছিল না।সেখানে আপীলকারীর আবেদন বিবেচনায় বিলম্বের জন্য শুধুমাত্র রাজ্যের কর্তৃপক্ষকেই দায়ী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, এবং এর কোনও অংশ আপীলকারী-আবেদনকারীর দ্বারা উপলক্ষিত হয়নি।আরও বলা হয়েছে, উক্ত মামলায় আপীলকারী-আবেদনকারী শুধুমাত্র তার আবেদন বিবেচনায় দীর্ঘ বিলম্বের কারণেই নয় বরং এই কারণেও পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, সহানুভূতিশীল নিয়োগ পরিচালনায় রাষ্ট্রের নীতি তার ক্ষতির জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল।সুতরাং, এই মামলার তথ্যগুলি এখানে জড়িত তথ্য থেকে পৃথক ছিল।বর্তমান ক্ষেত্রে, বিবাদী-রিট পিটিশনারদের আচরণকে নির্দোষ বলা যাবে না কারণ তারা যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সাথে তাদের বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাননি।তবে, সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের আবেদনগুলি কিভাবে বিবেচনা করা হবে এবং নিষ্পত্তি করা হবে সে সম্পর্কে উক্ত মামলায় যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা বর্তমান মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য একটি নীতি/প্রকল্পের কাজ তাৎক্ষণিক বিবেচনার ভিত্তিতে করা হয়।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনগুলি যেভাবে গ্রহণ করে, এবং ছাড়াও আবেদনকারীর আচরণ, প্রয়োজনে আদালতে, কর্তৃপক্ষের সামনে, এবংৎক্ষণিক আবেদনগুলির নিষ্পত্তির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।তাৎক্ষণিকতার অনুভূতি চাওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে পদ্ধতিতে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করে তাতেই নয়, বরং আবেদনকারী যে আচরণে তার মামলা কর্তৃপক্ষের সামনে এবং প্রয়োজনে আদালতের সামনে রাখে সেক্ষেত্রেও।

১২. বর্তমান ক্ষেত্রে, ২০০৫-২০০৬ সালে বিবাদী-রিট পিটিশনাররা সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন।এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রথম যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ছিল ২০১৩ সালে, যখন উক্ত কর্তৃপক্ষ বর্ধমান পৌরসভার স্থানীয় সংস্থাগুলির পরিচালকের অনুমোদনের জন্য প্রার্থীদের একটি তালিকা পাঠিয়েছিল।বিবাদী-রিট পিটিশনাররা ২০১৫ সালেই কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন, অর্থাৎ, সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের জন্য আবেদন করার তারিখ থেকে প্রায় দশ বছর পর। উত্তরদাতা-রিট পিটিশনাররা দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন না, আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারী-

রাষ্ট্র ম্যান্ড্যামাস প্রকৃতির একটি রিট চেয়ে আবেদনটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি বলে দাবি করে।

১৩. সহানুভূতিশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে তৎপরতার বিষয়টি বর্তমান ক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে।আপিলকারী-রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি উত্তরদাতা-রিট পিটিশনাররা এর জন্য দায়ী।

এখন, ২০০৫-২০০৬ সালে, যে দাবি করা হয়েছিল, ২০২৩ সালে তা গ্রহণ করে কোনও লাভ হবে না, কারণ অবশ্যই, বিবাদী-রিট পিটিশনাররা সহানুভূতির ভিত্তিতে পৌরসভার পরিষেবাগুলিতে সফলভাবে নিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছে।সুতরাং, আমরা মনে করি যে, এই মামলাগুলি সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতা-রিট পিটিশনারদের দাবি বিবেচনা বা গ্রহণ করা হোক এমন নির্দেশ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।

১৪. যাইহোক, শত শত নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের আবেদনগুলি কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপিলকারী-রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষগুলির প্রতি আমাদের অবশ্যই নিন্দার এক কঠোর শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ, পরিধি এবং সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য দাবির বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম/অনিচ্ছুক।এটি শেষ পর্যন্ত অনেক সরকারি কর্মচারীর পরিবারের প্রতি [কু]সংস্কারের কারণ হতে পারে।সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য দাবিগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের বিলম্ব নিঃসন্দেহে সহানুভূতিশীল নিয়োগের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যকে হতাশ করবে।সরকারি আধিকারিকদের সমবেদনাপূর্ণ নিয়োগের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অত্যন্ত দ্রুতএবংর সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে এই ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়।

১৫. সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনের বেশ কয়েক বছর পর কোনো নির্দেশ জারি করা হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নএই ধরনের আবেদনপত্র বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতি/পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, এর নেতিবাচক উত্তর দেএবংয়া হয়েছে।তবে, আমরা এটাও খতিয়ে দেখব যে, এই আবেদনগুলি দ্বিতীয়বারের মতো সফল হবে কিনা, অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এমন কোনও প্রকল্প রয়েছে কি না, যেখানে পৌর কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে সহানুভূতিশীল নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৬. পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত অবস্থায় পৌর কর্মচারীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও প্রকল্প রয়েছে কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য,এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন।সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিগুলি হল -৩০১ ইএমপি, ৩০২-ইএমপি এবং ৩০৩-ইএমপি সবগুলির তারিখ ২১শে আগস্ট, ২০০২; 97-ইএমপি এর তারিখ ৬ই জুন, ২০০৫ এবং 142-ইএমপি এর তারিখ ১লা নভেম্বর, ২০০৭।

সহজ রেফারেন্সের জন্য এই ধরনের প্রতিটি সার্কুলারের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে:

নং ৩০১-ইএমপি/১এম-১০/২০০০-২১শে আগস্ট, ২০০২:

পশ্চিমবঙ্গের ধারা 3-এর উপ-ধারা (ক) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে রাজ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ এবং পাবলিক উদ্যোগ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সংস্থান।দি গভর্নমেন্ট কোম্পানী এবং লোকাল অথরিটিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৯ (১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন) রাজ্যপাল উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত হবেন:

১. কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হচ্ছে এমন কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলঃএকজন কর্মচারী যার চাকরির সময় মৃত্যু হয় এবং যার একমাত্র নির্ভরশীল স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকে এবং তার পরিবারকে অবিলম্বে সহায়তার প্রয়োজন হয়।

শুধুমাত্র সহানুভূতির ভিত্তিতে মৃত কর্মীর নিকটাত্মীয়কে চাকরির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।যখন মৃত কর্মচারীর ছেলে/মেয়ে/স্ত্রীকে নাবালক বয়স বা অন্যান্য অক্ষমতার কারণে চাকরির জন্য বিবেচনা করা যাবে না।এক্ষেত্রে মৃত কর্মীর নিকট আত্মীয়ের চাকরির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে তাঁর পরিবারের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়।

XXXএর ফলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রম দপ্তরে সময়ে সময়ে যে সমস্ত সার্কুলার এবং এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি করেছিল, সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

নং ৩০২-ইএমপি/১এম-১০/২০০০-২১শে আগস্ট, ২০০২:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন)-এর ৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (খ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল পরিতুষ্ট হোয়ে

নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে এক বছরের মধ্যে যে সমস্ত স্থানীয় শূন্যপদ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি পূরণ করা হবে।

(ক) পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশন, অথবা (খ) পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন, অথবা (গ) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন, অথবা

(ঘ) পৌর পরিষেবা কমিশন, অথবা (ঙ) সমবায় পরিষেবা কমিশন, অথবা পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক উদ্‌বৃত্ত বলে ঘোষিত ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্ত করে অথবা এইরূপ শ্রেণীর নৈমিত্তিক শ্রমিকগণকে অন্তর্ভুক্ত করেএবং রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সমস্ত শ্রমিকের নাম নির্দিষ্ট করতে পারে,উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (ক) এর অধীন প্রজ্ঞাপিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে।

নং ৩০৩-ইএমপি/১এম-১০/২০০০-২১শে আগস্ট, ২০০২:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ নম্বর আইন)-এর ৩ নম্বর ধারার (সি) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপালের উপরোক্ত আইনের ৩ নম্বর ধারার (ক) উপ-ধারার আওতায় যে সমস্ত শূন্যপদ সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলি পূরণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পেরে তিনি খুশি হয়েছেন:--

A. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় সংক্রান্ত সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

১. কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিদের উপর যারা নির্ভরশীলঃমৃত কর্মীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/নিকট আত্মীয় ছাড়া এবং কেবলমাত্র মৃত কর্মীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছাড়া অন্য কেউ এই ধরনের চাকরির জন্য যোগ্য হবেন না।সুবিধা গ্রহণযোগ্য হবে যদি অই পরিবার এর, যা মৃত কর্মচারী তাঁর পেছনে রেখে গেছেন, সাহায্যের অবিলম্বে প্রয়োজন হয় এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে এই ধরনের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়, তা হলে এই সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। সম্পূর্ণ পৃথক পরিবারের একজন ব্যক্তিকে এই ধরনের কাজের জন্য সহানুভূতির ভিত্তিতে মৃত কর্মচারীর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বলে গণ্য করা হবে না।

যে কোনও কর্মীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/নিকট আত্মীয়, যিনি কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন, তিনি কর্মীর কার্যালয়ের প্রধানের মাধ্যমে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন।Annexure " A " -এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে মৃত্যু সনদের একটি কপি এবং মৃত কর্মীর পরিবারকে সহায়তার জন্য কর্মসংস্থানের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।আবেদনপত্র পাওয়ার পর নিয়োগ কর্তৃপক্ষ তিন জন ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে।

এইরূপ গঠিত কমিটি প্রার্থনার সত্যতা এবং মৃত কর্মচারীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে এবং Annexure " A " অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তার মতামতসহ Annexure " A "-এ লিপিবদ্ধ মামলাটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।(২) প্রশাসনিক বিভাগ যদি অনুকম্পার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেয়, এবং হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে উপযুক্ত শূন্যপদ চিহ্নিত করা যেতে পারে, তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, প্রার্থী পদে নিয়োগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা এবং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে উপযুক্ত শূন্যপদ না থাকলে, প্রশাসনিক বিভাগ তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অধীনে উপযুক্ত শূন্যপদ চিহ্নিত করে কর্মসংস্থান প্রদান করতে পারবে।প্রশাসনিক বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশনা সহ মামলাটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবে, যার প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ চিহ্নিত করা হয়েছে ।এ ধরনের ক্ষেত্রে বার্থ না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগকে উপযুক্ত বার্থের জন্য অন্যান্য দপ্তরকে সরিয়ে নিতে হবে।যখন অন্য কোনও বিভাগে উপযুক্ত শূন্যপদ থাকলে প্রশাসনিক দপ্তর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সহ মামলাটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেবে।যে দপ্তরটিতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীতে শূন্য পদ আছে সেই বিভাগ প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করে মারা যাওয়া কর্মচারীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/নিকটাত্মীয়দের উপযুক্ত শর্ত ও নিয়মাবলী মেনে চাকরি প্রদান করবে। "

৯৭-Emp-৬ জুন, ২০০৫:

"রাজ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি কোম্পানি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ রেগুলেশন অফ রিক্রুটমেন্ট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টস এবং এস্টাব্লিশমেন্টস এর ধারা ৩-এর ধারা (গ) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে গভর্নর নিম্নোক্ত নীতি ও পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করে সন্তুষ্ট

হয়েছেন যে যারা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষিত হওয়ার পর অকাল অবসর গ্রহণ করেন এইরূপ কর্মচারীদের আত্মীয়দের সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয়টি পরিচালনা করা হবে।

XXX

২.কোন কর্মীর কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষিত হওয়ার পর অকাল অবসর নিলে তাঁর কোন আশ্রিত ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে অনুকম্পার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারেঃ

(১)সেই কর্মচারী জিনি মারা গেছেন বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে অবসর নিয়েছেন ২০ বছরের পরিষেবা শেষ করার আগে 50 বছর বয়সে পৌঁছানোর আগে, যেটি আগে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পরিবারের জরুরি সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এবং পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুকম্পার ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির অর্থ হবে তাঁর স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র বা অবিবাহিত কন্যা, যিনি শুধুমাত্র মৃত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

XXX

৪. শ্রম বিভাগ অনুকম্পামূলক ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নাম নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিভাগে প্রেরণ করবে, তাদের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য।

১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ।

৩) উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

৪) গণশিক্ষা ও সম্প্রসারণ বিভাগ।

৫) স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগ।

৬. কারাগার বিভাগ।EMP-১৪২ – ১ নভেম্বর, ২০০৭:

"এই বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭ -Emp, ০৬-০৬-২০০৫ তারিখে জারি করার ফলে, একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির বিধানগুলি শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে নাকি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল রেগুলেশন অফ রিক্রুটমেন্ট ইন স্টেট গভর্নমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টস এন্ড এস্টাব্লিশমেন্টস অফ পাবলিক আন্ডারটেকিংস, গভর্নমেন্ট কোম্পানি এবং লোকাল অথরিটিস অ্যাক্ট, ১৯৯৯ -এ উল্লেখ আছে।এই প্রশ্নের অবসান ঘটাতে, এই বিষয়ে একটি স্পষ্টীকরণ জারি করার বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরে সরকারের বিবেচনাধীন ছিল এবং এই বিভাগের ২৬-০৬-২০০৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৬৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে 'কর্মচারী' অর্থ কেবলমাত্র এই বিভাগের ৬-০৬-২০০৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭-এমপি-র উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের কর্মচারী।

Xxx

২ . গভর্নর এখন আদেশ দিয়েছেন যে, আইনের পরিধির মধ্যে পাবলিক আন্ডারটেকিং, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি কোম্পানি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ, প্রযোজ্য নীতিগুলি বিবেচনা করে এই বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭ Emp, তারিখ ০৬-০৬-২০০৫ -এ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উল্লেখ করা হয়েছে, সংশোধনী নং ১৫১-Emp, ০৮-০৯-২০০৫ তারিখের, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৩ Emp, তারিখ ০১-১০-২০০৭ এবং এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে জারি করা অন্য কোন আদেশ/বিজ্ঞপ্তি, সংশ্লিষ্ট সংস্থার আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রমের প্রকৃতি, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের সাথে পরামর্শ করে তাদের নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে যাতে করে তা অনুসরণ করা যায় নিয়োগ বা আর্থিক সহায়তার জন্য প্রার্থনার সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে, তাদের দ্বারা প্রাপ্ত, কর্মচারীদের নির্ভরশীলদের কাছ থেকে যারা মারা যাচ্ছেন বা অকাল অবসর গ্রহণ করেছেন বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পরেছেন

৩. নীতিমালা ঘোষণার পূর্বে প্রশাসনিক বিভাগকে শ্রম বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি নিতে হবে।"" ""

(আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া) ১৬.১

২০০২ সালের ২১শে আগস্ট তারিখের সার্কুলার নং ৩০১-Emp থেকে ৩০৩-Emp পর্যন্ত সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য একটি স্কিম চালু করা হয়েছিল।বিজ্ঞপ্তি নং ৩০১-Emp.তে ১৯৯৯ সালের আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।যে সমস্ত কর্মী কর্মরত অবস্থায় মারা যান, তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের একটি বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।সার্কুলার নং ৩০২-এমপি-তে বলা হয়েছে

যে, কোনো নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অধীনে এক বছরে যে শূন্যপদ সৃষ্টি হয়, তার ৩০ শতাংশ পূরণ করা হবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য।সার্কুলার নং ৩০৩-ইএমপি-তে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ, সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর নিয়োগ কর্তৃপক্ষ যে পদ্ধতি অনুসরণ করবে।এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনিক বিভাগ সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য যোগ্য কোনও প্রার্থী খুঁজে পেলে হয় আবেদনকারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে তাকে নিয়োগ করবে, অথবা একটি উপযুক্ত বিভাগ চিহ্নিত করবে যেখানে কোনও ছাড় প্রাপ্ত শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা শূন্যপদ পূরণ করা হবে।এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, যে কোনও বিভাগে ছাড় পাওয়া শ্রেণীর পদ খালি রয়েছে, সেই বিভাগে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এমন কর্মচারীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/নিকটাত্মীয়কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিটি হল ৯৭ -ঈএমপি, তারিখ 6ই জুন, ২০০৫ যা 'কর্মরত অবস্তাই মারা যাওয়া ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল' বিভাগে সমবেদনামূলক ভিত্তিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া একজন ব্যক্তির জন্য মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে।এছাড়াও, ২০০৭-এর পয়লা নভেম্বর জারি করা সার্কুলার নম্বর ১৪২-ঈএমপি এ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ৯৭-ঈএমপি-র ধারাগুলি কেবল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে কিনা, নাকি ১৯৯৯-এর আইনে উল্লিখিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক প্রশ্নের উত্তর দেয়।এতে আরও বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সহানুভূতিশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি বিবেচনায় রেখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব নীতি প্রণয়ন করতে পারে।

১৬. ২.মিউনিসিপ্যালিটির মতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ২০০৫-এর ৬ই জুন তারিখের ৯৭ নম্বর ৯৭-ঈএমপি বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই কারণ ২০০৭-এর ১লা নভেম্বর তারিখের ১৪২ নম্বর ঈএমপি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৯৭ নম্বর ঈএমপি বিজ্ঞপ্তি প্রযোজ্য হবে না।

অশোক লেনকা বনাম ঋষি দীক্ষিত, এআইআর ২০০৬ এসসি ২৩৮২ -এর মাধ্যমে যে কোনও নথির স্পষ্টীকরণের প্রভাব সর্বদাই পূর্ববর্তী হয় এবং বিজ্ঞপ্তির তারিখের সাথে সম্পর্কিত হবে যে বিষয়ে স্পষ্টীকরণ জারি করা হয়েছে।1লা নভেম্বর, 2007 তারিখের স্পষ্টীকরণমূলক সার্কুলার, যেটা হচ্ছে সার্কুলার নং ১৪২ -

ঈএমপি -এর কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই।এটি শুধুমাত্র ২০০৫-এর ৬ জুন তারিখের সার্কুলার নম্বর ৯৭-ইএমপি-র কার্যকারিতার সুযোগ-সুবিধাই এই আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

তাই সার্কুলার নং ৯৭ ইএমপি সার্কুলার নং ১৪২ ইএমপি-এর সাথে পঠিত সহানুভূতিশীল নিয়োগের পদ্ধতির বিষয়ে উদ্বেগ, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য।

এছাড়াও, যে তারিখে আবেদন দাখিল করা হয় সেই তারিখে ক্ষেত্রটি ধরে রাখার নীতির আলোকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনগুলি দাখিল করা হয়েছিল ২০০৬ সালে।তাই, সার্কুলার নং 142-ইএমপি-এর সাথে পড়া সার্কুলার নং 97-ইএমপি-এর আলোকে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে উল্লিখিত সার্কুলারটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে পদে সহানুভূতিশীল নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে না, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে পদগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

১৬. ৩.এটি এখানে বিবাদী-রিট পিটিশনারের ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭-ই. এম. পি. এর সঙ্গে পড়া ১৪২-ই. এম. পি.-র বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না,সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য এই আবেদনগুলি ৩০১-ই. এম. পি., ৩০২ -ই. এম. পি. এবং ৩০৩--ই. এম. পি.-র ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত, যা বিবাদী-রিট আবেদনকারীদের মতে ১৯৯৯ সালের আইনের আওতাধীন সমস্ত বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।তবে, আমাদের দৃষ্টিতে, উক্ত সার্কুলারগুলি ১৯৯৯ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটি প্রকল্প হিসাবে বোঝা বা পড়া হয়নি।নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য আমরা তা বলতে পারিঃ

১) সার্কুলার নং ৩০৩ ই. এম. পি. বলছে যে কোন বিভাগে যে সমস্ত অব্যাহতি শ্রেণীর পদ খালি রয়েছে, সেগুলিতে কর্মসংস্থান দেবে।

(ii) কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/নিকট আত্মীয়কে.'দপ্তর' শব্দটির ব্যবহার ইঙ্গিত করবে যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির ক্ষেত্রে নয়।'বিভাগ' শব্দের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে যে, ৩০১-ইএমপি, ৩০২-ইএমপি, এবং ৩০৩-ইএমপি, ৯৭-ইএমপি, তারিখ ৬ জুন, ২০০৫-এর পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে কোন কোন বিভাগে নিয়োগগুলি মঞ্জুর করা হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভাগগুলি।

(iii) যদি সার্কুলার নং 301-Emp, 302-Emp এবং 303-Emp পড়তে হয় যাতে ১৯৯৯ সালের আইনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কভার করতে হয়, তাহলে 6ই জুন, 2005 তারিখের 97-Emp দ্বারা কভার করা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত ১৯৯৯ এর আইন সংশ্লিষ্ট।এটা তা-ও করে না।অতএব, সার্কুলার নং 301-Emp, 302-Emp এবং 303-Emp স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৬. ৪.মমতাজ ইউনুস মুলানি (শ্রীমতি) বনাম স্টেট অফ মহারাষ্ট্র (সুপ্রা) সাইনলেস স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম সূর্য নারায়ণ ত্রিপাঠি, ২০১৪ (১৫) এস সি সি ৭৩৯-এ রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা একটি নীতির অস্তিত্ব সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য অপরিহার্য।এই নিয়োগগুলিকে অবশ্যই নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে।সুতরাং, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে পদগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের নীতি পরিচালনার অনুপস্থিতিতে এটি কোনও বিবেচনার বিষয় নয়।সহানুভূতির ভিত্তিতে এই ধরনের কোনও কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ করা যায় না।

সার্কুলার নং ৩০১-ঈএমপি, ৩০২-ঈএমপি এবং ৩০৩-ঈএমপি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।আমরা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের ফলাফলকে এই মর্মে নিশ্চিত করতে পারছি না যে, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩০১-ঈএমপি, ৩০২-ঈএমপি এবং ৩০৩ ঈএমপি সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাহার করা হয়নি,সেগুলি প্রযোজ্য থাকা অব্যাহত থাকবে এবংএর ফলে, পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে ৩০১-ঈএমপি, ৩০২-ঈএমপি এবং ৩০৩ ঈএমপি বিজ্ঞপ্তির আওতায় সহানুভূতিশীল নিয়োগের বিষয়টি পরিচালিত হবে।

আমরা আরও মনে করি যে সার্কুলার নং ১৪২- ঈএমপি-তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য তাদের নিজস্ব স্কিম তৈরি করার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা এই সত্যকে স্বীকৃতি দেয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে পদগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কোনও নীতি ছিল না।

১৬. ৫.সর্বোপরি, বর্তমান আপিল দুটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেঃপ্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে পদগুলিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কোনও নীতি ছিল না এবং তাই, এই জাতীয় নীতির অনুপস্থিতিতে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের অনুমতি দেওয়া যাবে না;দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই ধরনের নীতি রয়েছে, তা হলে আবেদনগুলি বিবেচনা করা এবং আবেদনের বেশ কয়েক বছর পরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য থাকবে না।

১৭. উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, তাৎক্ষণিক আবেদনগুলি নিম্নলিখিত শর্তে সফল হয়ঃ

১ . কলিকাতা হাইকোর্টের ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর অপ্রকিত রায় এবং সাধারণ আদেশ বাতিল করা হল।২০১৮-র ৫ই জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারপতির আদেশ ২০১৬-র রিট পিটিশন নম্বর ২৭৩৯ (ডব্লিউ) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পুনরুদ্ধার করা হয়।

২ . আবেদনকারীর আবেদনের জন্য ২০২২ সালের আই. এ. নং ১৯৭৭-এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করবে।

.....জে.[কৃষ্ণ মুরারি]

..... জে. [বি. ভি. নাগরত্ন]

নতুন দিল্লি; ৩ মার্চ, ২০২৩।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.